দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 17 AUG 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

'ইসলাম শিক্ষা' বাদ দেয়ার সিদ্ধান্ত কার স্বার্থে

এম আর ফাহমিদা

না। বিভিন্ন মহল থেকেও ইসলাম শিক্ষা বাদ দেয়ার প্রতিবাদে বিবৃতি দেয়া হয়েছে। হেফাজতে ইসলামের আমির আল্লামা আহমদ শফিও বিবৃতি দিয়ে বলেন, 'আজ সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ইসলামবিদ্বেষী নাস্তিক্যবাদী শক্তি তাদের বহুমুখী তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। দেশ থেকে ইসলাম আদর্শ ও মূল্যবোধ ধ্বংস করার জন্য আধুনিক শিক্ষার সকল স্তর থেকে ইসলামী শিক্ষাকে মুছে ফেলা হচ্ছে। মুসলিম সমাজে শিশুদের বুনিয়াদী শিক্ষাঙ্গন হল মক্তব। অথচ আজ সুকৌশলে মুসলমানদের সমাজ থেকে মক্তবভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা ক্রমেই তুলে দেয়ার কারণে আমাদের সন্তান-সন্ততি নীতি-নৈতিকতা ও আদর্শহীনভাবে বেড়ে উঠছে।' (দৈনিক ইনকিলাব, ২৭ জুন ২০১৩)
১৯ মে এনসিটিবির বিজ্ঞপ্তিতে বিজ্ঞান, মানবিক, ব্যবসায় শিক্ষার মত নামমাত্র 'ইসলাম শিক্ষা শাখা' নামে একটি স্বতন্ত্র ও নতুন শাখা খোলার কথা বলা হয়েছে। অনেকে এটাকে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা বলে অভিহিত করেছেন। কারণ ইসলাম শিক্ষা শাখাটি অতীতে দেশের হাতেগোনা ২/১টি সরকারি ইন্টারমিডিয়েট কলেজে ছিল। কিন্তু সেখানে কোন শিক্ষক ও শিক্ষার্থী না থাকায় তা এমনিতেই বন্ধ রয়েছে। তাছাড়া এই শাখাটি সাধারণ শিক্ষার্থীদের উপযোগী নয় বলেও অনেকে মনে করেন। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে বাস্তবে উচ্চ মাধ্যমিক কলেজে ইসলাম শিক্ষা শাখার কোন অস্তিত্ব নেই। কোন কলেজে নতুন করে এই শাখা খোলারও কোন সুযোগ নেই। তাই যে শাখার অস্তিত্বই নেই, এনসিটিবির বিজ্ঞপ্তিতে সেটির কথা উল্লেখ থাকার কোন অর্থ হয় না। এতে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামী শিক্ষা শাখার অস্তিত্ব প্রমাণ করা একটি গুভঙ্করের ফাঁকি।
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিক্ষানীতি ২০১০-র প্রাক-কথনের বক্তব্যে ধর্ম, বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষাকে প্রাধান্য দেয়ার কথা বলা হয়েছে। অথচ এনসিটিবি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের কোন প্রতিফলন না ঘটিয়ে বরং উল্টো একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী থেকে ইসলাম শিক্ষাকে শাখাভিত্তিক আবশ্যিক বিষয় হতে বাদ দিয়েছে। এমনটি কেন ঘটল তা বোধগম্য নয়।
আমরা সবাই ভালো প্রকৌশলী, ভালো বিজ্ঞানী ও সর্বক্ষেত্রে নৈতিকতাপূর্ণ ও ভালো মানুষ দেখতে চাই। কিন্তু শিক্ষার সকল শাখায় ধর্মীয় অনুশাসন বাধ্যতামূলকভাবে সংযোজিত না হলে এর মাধ্যমে নৈতিক গুণাবলীসম্পন্ন সৎ ও চরিত্রবান পেশাজীবী মানুষ গড়ে তোলা যে সম্ভব নয়, তা আর কাউকে বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না। শিক্ষাকে সবাই বিজ্ঞানভিত্তিক, আধুনিক ও যুগোপযোগী ও পূর্ণাঙ্গরূপে দেখতে চায়। কিন্তু ধর্মশিক্ষা ছাড়া যে কোন শিক্ষাই পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না, সে কথা আজ এ দেশের কর্তাব্যক্তিরা ভুলে গেছেন। তারা মহাকবি মিল্টন, এরিস্টটল কিংবা আইনস্টাইনের শিক্ষাকেও ভুলে গেছেন। মিল্টনের মতে, 'শিক্ষা হলো দেহ-মন আত্মার সমন্বিত উন্নতি।' এরিস্টটলের মতে, 'শিক্ষার উদ্দেশ্যে হলো আদর্শ মানুষের পূর্ণতা বিধান করা।' তাদের উভয়ের বক্তব্যে মূলত ধর্মীয়-নৈতিক শিক্ষার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে আমলে নেবার প্রয়োজন বোধ করেননি বলেই ইসলাম শিক্ষা বাদ দেয়া হয়েছে। বস্তুতপক্ষে ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের অস্তিত্ব আছে বলেই পৃথিবী এখনো বসবাসের উপযোগী রয়েছে বলা যায়। মানুষ টেকনিক্যাল শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্য। এজন্য মানুষ কেবল আয় করবে, আর খাবে-এজন্য আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেননি। মানুষের মনুষ্যত্ববোধ সৃষ্টি ও তা বিকাশের জন্য দরকার হয় ধর্মীয়-নৈতিক শিক্ষার। তাই টেকনিক্যাল শিক্ষার সাথে ধর্ম শিক্ষার কোন বিরোধ নেই। সেজন্যই আইনস্টাইনের মতো এত বড় বিজ্ঞানী ও দার্শনিক বলেছেন, 'Science without religion islame and religion without science is blind" 'ধর্ম ছাড়া বিজ্ঞান পঙ্গু আর বিজ্ঞান ছাড়া ধর্ম অন্ধ।
বর্তমান বিশ্বপ্রেক্ষাপটে পশ্চিমা বিশ্বও এটা বুঝতে পারছে যে, মানুষের মধ্যকার ভেদাভেদ কমাতে ও মানবিক মূল্যবোধ বাড়াতে ধর্মীয় শিক্ষার বিকল্প নেই। যার ফলে পাশ্চাত্য সমাজের একটি অংশ আজ ধর্মের প্রতি ঝুঁকতে শুরু করেছে। প্রতিনিয়ত মুসলমানের সংখ্যা বাড়ছে। পাশাপাশি পাশ্চাত্যে পারিবারিক জীবনে যে বিশৃঙ্খলা এবং অর্থনৈতিক জীবনে যে চরম স্বার্থপরতা চলছে, তার সব কিছুর মূলে রয়েছে ধর্মের প্রতি চরম অবহেলা। ১৯৬৬ সালে যুক্তরাষ্ট্র সম্পদ, সময় ও শক্তির অপচয় বিবেচনা করে তারা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তর থেকে ধর্মীয় শিক্ষাকে বাতিল করে দিয়েছিল। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সে সমাজে ব্যাপকভাবে মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটে। অবস্থা বেগতিক দেখে ২০ বছর পর ১৯৮৬ সালে শিক্ষাবিদ স্ট্যানলি তার প্রতিবেদনে ধর্মশিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেছিলেন, 'ধর্ম শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করতে হবে। অন্যথায় বদমায়েশী চলে আসবে।' তার এমন রিপোর্টের পর সেই সময়কার সরকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্ম শিক্ষাকে জোরালোভাবে কার্যকর করেছিল।
যুক্তরাজ্যে প্রথম শ্রেণী থেকে কলেজ পর্যন্ত অন্যান্য পাঠ্য বিষয়ের সাথে ধর্ম শিক্ষাকে বাধ্যতামূলকভাবে পড়ানো হয়। ব্রিটেনে ধর্মীয় স্কুলগুলো 'ফেইত স্কুল' নামে পরিচিত। বর্তমানে সেখানে ফেইথ স্কুলের সংখ্যা মোট স্কুলের প্রায় এক-তৃতীয়াংশে। সাধারণ স্কুলের তুলনায় এই ধর্মভিত্তিক স্কুলগুলোতেই লেখাপড়া সবচেয়ে ভালো হয়ে থাকে। সবচেয়ে ভালো অবস্থানে আছে মুসলিম ও ইহুদী স্কুলগুলো। কিন্তু বাংলাদেশের কি হলো? পশ্চিমারা যেখানে ধর্মশিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করছে, সেখানে বাংলাদেশের ৯০ শতাংশ ধর্মহীনতার দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সেটাই আজ জাতির বড় জিজ্ঞাসা। এ দেশের মানুষদের প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ধর্মশিক্ষা গ্রহণের অধিকার অবশ্যই রয়েছে। তাই ধর্মশিক্ষাকে কোনভাবেই সরকার অবহেলা করতে পারে না। একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী হতে ইসলাম শিক্ষাকে আবশ্যিক বিষয়ের তালিকা হতে বাদ দেয়া ইসলামের প্রতি অনীহার প্রমাণ বহন করে। এদেশের ছাত্রসমাজ ও ইসলামপ্রিয় জনগণ তা কখনোই মেনে নেবে বলে মনে হয় না।
শিক্ষানীতি ২০১০-এ নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০১৩-১৪ শিক্ষা বর্ষ হতে একাদশ শ্রেণীতে 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি' নামে ১০০ নম্বরের একটি নতুন বিষয় চালু করা হলেও ধর্মশিক্ষাকে উপেক্ষা করা হয়েছে। এটা শিক্ষানীতির চেতনার সুস্পষ্ট লংঘন। তাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি রক্ষার স্বার্থেই একাদশ শ্রেণীতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ন্যায় ১০০ নম্বরের ইসলাম শিক্ষাকে ধর্ম শিক্ষা হিসেবে বাধ্যতামূলক করা উচিত। কিন্তু এনসিটিবি তা না করে বরং ইসলাম শিক্ষাকেই সংকোচন করার নীতি গ্রহণ করেছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তো ইসলাম শিক্ষাকে কখনো অবজ্ঞা করেননি, বরং ইসলাম বিস্তারের জন্য তিনি 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এমনকি ধর্মহীনতার কারণে তিনি ড. কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনকেও বাস্তবায়ন করার প্রয়োজনবোধ করেননি। তাই বঙ্গবন্ধুর অনুসারীদেরও উচিত হবে শিক্ষার সর্বস্তরে ইসলাম শিক্ষার বিস্তার ঘটানো। কিন্তু তা না করে মহাজোট সরকার বামপন্থীদের খপ্পরে পড়ে ইসলাম শিক্ষাকেই উপড়ে ফেলার চেষ্টা করছেন।